দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 02 NOV 2007
পৃষ্ঠা ২

খাগড়াছড়ি সরকারী মহিলা কলেজ

শিক্ষক-কর্মচারীরা সাড়ে চার বছর ধরে বেতন না পেয়ে আন্দোলনে

খাগড়াছড়ি জেলা সংবাদদাতা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার নারী শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান খাগড়াছড়ি সরকারী মহিলা কলেজের ২৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী দীর্ঘ সাড়ে ৪ বছর বেতন-ভাতা না পাওয়ায় কলেজটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মানবেতর জীবন যাপন করছে শিক্ষক-কর্মচারীদের পরিবার। অবশেষে গত শনিবার থেকে কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা নিরুপায় হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালন করছেন। যে কোন মুহূর্তে কলেজটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকায় রয়েছেন ছাত্রী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্টরা। কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণ ও বেতন-ভাতার দাবীতে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালনের পাশাপাশি গত বুধবার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে এ সময় কলেজ ক্যাম্পাসে ২ শতাধিক ছাত্রী মানববন্ধন রচনা করে। ১৯৯৭ সালের একনেকের অনুমোদন পেয়ে নতুনভাবে জাতীয়করণকৃত সরকারী মহিলা কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০০০ সালে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর খাগড়াছড়ি জেলা শহরের গোলাবাড়ীতে ৩ একর জায়গায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে কলেজের একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, ছাত্রী নিবাস, বিজ্ঞান ভবন ও লাইব্রেরী ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করে। একই প্রকল্পের আওতায় দেশের ২০টি জেলায় অনুরূপ ২০টি মহিলা কলেজ নির্মাণ করা হয়। এর মধ্যে ১৮টি জেলার মহিলা কলেজকে জাতীয়করণ করা হলেও খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার ২টি মহিলা কলেজকে এর আওতায় আনা হয়নি বলে কলেজ সূত্রে জানা যায়। খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের অধ্যক্ষকে এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে পরবর্তীতে ২০০৩ সালে চাকরিবিধি অনুযায়ী ২৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। কলেজ আত্তীকরণ না হওয়ায় গত সাড়ে ৪ বছর ধরে কলেজের ২৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী বেতন-ভাতা না পেয়ে চরম হতাশায় দিন গুনছে। কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ৩১ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে (প্রশাসন ও অর্থ) সভাপতি করে ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয়। উক্ত কমিটিকে কলেজটি জাতীয়করণের ৩০ কার্যদিবসে কলেজ পরিদর্শনপূর্বক সুস্পষ্ট সুপারিশ প্রদানের জন্য বলা হয়। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় কলেজটি জাতীয়করণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড কলেজে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীভর্তির অনুমতি দিলে কলেজের পাঠদান কার্যক্রম চালু করা হয়।